আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

৪

আনাড়ি হল কবি

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

৪

আনাড়ি হল কবি

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

আনাড়ি যখন আঁকিয়ে হতে পারল না, তখন সে ঠিক করল কবি হবে, ছড়া বানাবে। তার এক জানাশোনা কবি ছিল, সে থাকত ড্যান্ডেলিয়ন স্ট্রীটে। কবিটির আসল নাম ছিল হোঁতকা। কিন্তু তোমরা সকলেই জান যে সব কবিই পছন্দ করে সুন্দর সুন্দর নাম, তাই হোঁতকা যখন কবিতা লিখতে শুরু করল তখন সে অন্য একটা নাম নিল। সে নিজের নাম নিল ফুলকুমার।

একদিন আনাড়ি ফুলকুমারের কাছে এসে বলল:

'শোন্ রে ফুলকুমার, আমাকে কবিতা বানাতে শেখা। আমিও কবি হতে চাই।'

'তোর কি সে ক্ষমতা আছে?' ফুলকুমার জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই আছে। খুব আছে,' আনাড়ি উত্তর দিল।

'সেটা তাহলে যাচাই করে দেখতে হয়,' ফুলকুমার বলল। 'ছন্দ কাকে বলে তুই জানিস কি?'

‘ছন্দ? না, জানি না।’

‘ছন্দ তখনই হয়, যখন দুটো শব্দের শেষে মিল থাকে। যেমন ধর্ হাঁস — বাঁশ, পিঠে — মিঠে? বুঝলি?’

‘বুঝেছি।’

‘আচ্ছা, এবারে মিল দে ত — ‘বলাকা’।’

‘পল্কা,’ আনাড়ি বলল।

‘বলাকা — পল্কা: এটা আবার কী রকম মিল হল? এই শব্দদুটোর মধ্যে কোন মিল নেই, ছন্দ নেই।’

‘নেই কেন? শেষে ত মিল আছেই?’

‘শেষে মিল থাকলেই হল না,’ ফুলকুমার বলল। ‘শেষের আগেও শুনতে এক রকম হতে হবে। যেমন বলাকা — শলাকা, বাতি — হাতি, হাসি — বাঁশি।’

‘বুঝেছি, বুঝেছি!’ চেঁচিয়ে উঠল আনাড়ি। ‘বলাকা — শলাকা, বাতি — হাতি, হাসি — বাঁশি! কী মজা! হা-হা-হা!’

'এবারে মাথা খাটিয়ে মিল বার কর্ দেখি — 'কিম্ভূত',' ফুলকুমার বলল।

'টিম্ভূত,' আনাড়ি বলল।

'টিম্ভূত? সে আবার কী!' অবাক হয়ে বলল ফুলকুমার। 'অমন কোন শব্দ আছে নাকি?'

'নেই নাকি?'

'নিশ্চয়ই নেই।'

'আচ্ছা, তাহলে শিংভূত।'

'শিংভূত আবার কী কথা?' ফের অবাক হয়ে বলল ফুলকুমার।

'শিংভূত? শিংভূত হল গিয়ে যে ভূতের শিং আছে,' আনাড়ি ব্যাখ্যা দিল।

'যতসব বানানো কথা তোর,' ফুলকুমার বলল। 'অমন কোন শব্দ নেই। এমন শব্দ বাছতে হবে যা সত্যি সত্যিই আছে। বানালে চলবে না।'

'কিন্তু আমি যদি অন্য কোন শব্দ খুঁজে না পাই?'

'তাহলে বুঝতে হবে কবিতা বানানোর ক্ষমতা তোর নেই।'

'আচ্ছা, তাহলে তুই নিজেই বার কর্ না কিসে মিল হবে,' আনাড়ি বলল।

'দাঁড়া,' ফুলকুমার ওর কথায় রাজী হয়ে বলল।

বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মাথাটা একপাশে কাত করে সে ভাবতে লাগল। তারপর মাথা ওপরের দিকে তুলল, ঘরের কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। তারপর থুতনিতে দু'হাত ঠেকিয়ে, মেঝের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। এসব করার পর সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আপনমনে বিড়বিড় করে বলল:

'জিস্তুত, দিন্‌ভূত, নিম্‌ভূত, ক্রিংভূত, বিস্তুত...' এই ভাবে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করে আওড়ানোর পর শেষকালে বলল: 'ধুত্তোর! এ আবার কী শব্দ? এটা এমন একটা শব্দ যার কোন মিলই হয় না।'

'দেখলি ত!' উল্লসিত হয়ে বলল আনাড়ি। 'নিজেই এমন শব্দ দিচ্ছিস যার কোন মিল হয় না, আবার বলিস কিনা আমার ক্ষমতা নেই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, মানলুম তোর ক্ষমতা আছে, দোহাই তোর, আমাকে রেহাই দে!' ফুলকুমার বলল। 'আমার মাথা ধরে গেল। মোদ্দা কথা হল এমনভাবে বানাবি যাতে অর্থ হয় আর ছন্দ থাকে — তাহলেই কবিতা হবে।'

'বলিস কী? এত সোজা?' আনাড়ি অবাক হয়ে গেল।

'অবশ্যই, সোজা। ক্ষমতা থাকাটাই বড় কথা।'

বাড়ি এসেই আনাড়ি কবিতা লিখতে বসে গেল। সারাদিন সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল — কখনও মেঝের দিকে তাকায়, কখনও কড়িকাঠের দিকে, দু'হাতে থুতনি ঠেকিয়ে আপন মনে কী যেন বিড়বিড় করে।

শেষকালে কবিতা তৈরি হয়ে গেল, সে বলল:

'ওরে, তোরা সকলে শোন্ রে কী কবিতা আমি বানিয়েছি।'

'আচ্ছা, তাই নাকি? কী নিয়ে কবিতা রে?' সকলেরই উৎসাহ দেখা গেল।

'তোদের নিয়েই বানিয়েছি,' আনাড়ি বলল। 'প্রথমটা হল চৌকসকে নিয়ে:

'চৌকস সে ঘুরতে গিয়ে বড় নদীর ধারে,
পথ পেরোল লম্ফ দিয়ে ভেড়ার ছানার ঘাড়ে।'

'কী?' চোকস চিৎকার করে উঠল। 'আমি আবার কখন ভেড়ার ছানার ঘাড়ে লাফ দিলাম?'

'আরে না, এটা স্রেফ কবিতায় বলা হয়েছে, ছন্দের খাতিরে,' আনাড়ি ব্যাখ্যা দিল।

'তার মানে তুই বলতে চাস ছন্দের খাতিরে তুই আমার নামে যা-তা বানাবি?' ফুঁসে উঠে বলল চোকস।

'অবশ্যই,' আনাড়ি উত্তর দিল। 'সত্যি কথা হলে বানাতে যাব কোন্ দুঃখে? সত্যি আর বানানোর কী আছে? সে ত অমনিই আছে।'

'আরেকবার বানিয়েই দ্যাখ্ না, মজাটা টের পাবি!' চোকস ওকে শাসাল। 'আচ্ছা, এবারে অন্যদের নিয়ে কী বানিয়েছিস শুনি?'

'তাহলে শোন্ ব্যস্তবাগীশকে নিয়ে,' আনাড়ি বলল।

'ব্যস্তবাগীশ করছিল খাই-খাই,
ফেলল গিলে ঠাণ্ডা ইস্তিরিটাই।'

'শুনলি তোরা!' চিৎকার করে উঠল ব্যস্তবাগীশ। 'শুনলি কী লিখেছে আমাকে নিয়ে? আমি জীবনে কখনও ঠাণ্ডা ইস্তিরি-টিস্তিরি গিলি নি!' ব্যস্তবাগীশ চেঁচিয়ে বলল।

'আরে, চেঁচাস নি,' আনাড়ি বলল। 'ঠাণ্ডা বলেছি স্রেফ ছন্দের খাতিরে।'

'কিন্তু আমি গরম ইস্তিরিও গিলি নি!' ব্যস্তবাগীশ চেঁচাতে থাকে।

'আমি কিন্তু বলি নি যে তুই গরম ইস্তিরি গিলেছিস, তুই মিছিমিছিই চটছিস,' আনাড়ি বলল। 'এবারে শোন্ আমাদের হয়তকে নিয়ে কবিতা:

'হয়তর বালিশের তলে,
আছে পিঠে — লোকে তাই বলে।'

নিজের খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বালিশের তলায় উঁকি মেরে হয়ত বলল: 'যতসব বাজে কথা! পিঠে-টিঠে কিছুই এখানে নেই।'

'তুই কবিতার কিছুই বুঝিস না,' আনাড়ি বলল। 'কেবল ছন্দের খাতিরেই বলা হয়েছে আছে, আসলে নেই। এই যে আমি বটিকা-ডাক্তারকে নিয়েও লিখেছি।'

'শ্নছ তোমরা সবাই!' বটিকা-ডাক্তার চিৎকার করে বলল। 'এ ধরনের হাসিঠাট্টা বন্ধ করতে হয়। আমাদের কি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে নিয়ে ওর যত মিথ্যে গালগল্প শ্নে যেতে হবে?'

'হয়েছে হয়েছে, আর নয়!' সবাই চেঁচামেচি করে বলল। 'আমরা আর শ্নতে চাই না। এ ত কবিতা নয়, মস্করা।'

কেবল চৌকস, ব্যস্তবাগীশ আর হয়ত বলল:

'পড়্ক না! আমাদের নিয়ে যখন পড়েই ফেলেছে তখন অন্যদের নিয়ে যা লিখেছে তাও পড়্ক।'

'না, কাজ নেই! আমরা চাই না!' বাদবাকিরা গলা ফাটিয়ে বলল।

'যাক গে, তোমরা যখন চাওই না, তখন আমি পড়শীদের কাছে গিয়ে পড়ব,' আনাড়ি বলল।

'কী? কী বললি?' একথায় সকলে ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'তুই কিনা এরপর পড়শীদের

কাছে গিয়ে আমাদের গায়ে কাদা ছিটোবি? একবার চেষ্টা করেই দ্যাখ্ না! তাহলে আর বাড়ি ফিরতে হবে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ও কাজ আমি করব না,' আনাড়ি হার মানল। 'তবে বলি কি আমার ওপর তোমরা রাগ পুষে রেখো না ভাই।'

এরপর থেকে আনাড়ি ঠিক করল আর কক্ষণও কবিতা লিখবে না।

Н. Носов
КАК НЕЗНАЙКА СОЧИНЯЛ СТИХИ
На языке бенгали

Nikolai Nosov
HOW DUNNO BECAME A POET
In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000111-0